আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ:(৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০) বুলেটিন নং ১৮৫	৩০ সেপ্টেম্বর হতে ০৪ অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২৬ সেপ্টেম্বর হতে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৬ সেপ্টেম্বর	২৭ সেপ্টেম্বর	২৮ সেপ্টেম্বর	২৯ সেপ্টেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৩১.০	হালকা	৫.০	১৮.০	৫.০-৩১.০ (৫৪.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩২.৩	৩২.৪	৩২.৮	৩৪.৩	৩২.৩-৩৪.৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.৭	২৫.০	২৫.২	২৬.৬	২৪.৭-২৬.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৬.০-৯৬.০	৬৯.০-৯৫.০	৫৯.০-৯২.০	৬৮.০-৯৫.০	৫৯-৯৬
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১৬.৭	৫.৬	৭.৪	০.০	০.০-১৬.৬৫
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৬	৬	৪	৭	৪-৭
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(৩০ সেপ্টেম্বর হতে ০৪ অক্টোবর, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	১১.৬-৫৯.৮ (১৬১.১)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৬-৩২.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.৩-২৪.৯
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৬.০-১০০.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৬-৫.২
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছ্ড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন। কৃষকরা গ্রুপ আকারে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন, ভাইরাসের উপসর্গের দেখা দিলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। বাড়িতে থাকুন, খুব জরুরী না হলে মাঠ পরিদর্শনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
মৌসুমী বায়ুর অক্ষ উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অবস্থান করছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তীত থাকতে পারে। পরিবর্তী ৭২ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

এছাড়াও, মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে মাঝারী থেকে ভারী ধরনের বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আউশ ধান:

শক্ত দানা থেকে কর্তন পর্যায়-

- জমি থেকে দ্রুত অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- জমির আইল শক্ত করুন।
- জমিতে পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন শক্ত দানা পর্যায় পর্যন্ত।
- পাতার ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ধানে মাজরা পোকা, নলী মাছি, বাদামী গাছ ফড়িং, লেদা পোকা এর আক্রমন দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- যেহেতু মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করছে, ধানে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আক্রমন দেখা দিলে ট্রাইকোগ্রামা কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
- জমি থেকে পরিত্যক্ত খড়কুটা পরিষ্কার করুন যাতে করে খোল পোড়া রোগ আক্রমন না করতে পারে।
- গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে বৃষ্টিপাতের পর সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ফসল কাটার ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করুন।
- পরিপক্ক ফসল কর্তন করুন রৌদ্রজ্জ্বল দিনে।

আমন ধান:

কুশি থেকে ফুল পর্যায়ঃ

- আগামী ০৫ দিনে মাঝারী ধরনের বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, পানি ধরে রাখার জন্য জমির আইল শক্ত করে বাধুঁন।
- কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সে.মি বজায় রাখুন
- কাইচ থোর থেকে ফুল পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৩-৪ ইঞ্চি পানি বজায় রাখুন
- চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন। শেষ এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে উপরিপ্রয়োগ করুন।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি হারে কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি টেবুকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পামরী পোকার আক্রমন দেখা দিলে, অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- ফলস স্মাট রোগ দেখা দিলে, অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের পর স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন এবং পটাশ সার প্রয়োগ করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ধানে ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। পানি এবং বায়ুর মাধ্যমে যেহেতু রোগ বিস্তার লাভ করে তাই জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন এবং পটাশ সার প্রয়োগ করুন। রোগ নিয়ন্ত্রণে সার ব্যবস্থাপনা হিসেবে থিয়োভিট+পটাশ প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতিরিক্ত ইউরিয়া সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

সবজি:

- জমি থেকে দ্রুত অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- **শসা:** চারা রোপনের ২০-২৫ দিন পর ইউরিয়া সার ১৮কেজি/বিঘা প্রয়োগ করুন। অল্টারানিয়া লিফ ব্লাইট রোগ দেখা দিলে রৌদ্রজ্জল দিনে ট্রাইসাইক্লোজল ৭৫ডব্লিউপি @ ০.৬ মিলি /লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- **বেগুন:** বেগুনে ব্যাকটেরিয় জনিত ঢলেপোড়া রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ অথবা গাছের অংশ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। প্রয়োজনে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- **টমেটো:** বিদ্যমান আবহাওয়াতে লেট ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রমণের শুরুতেই অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন গাছ থেকে গাছের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখুন।
- **বাঁধাকপি/ ফুলকপি**: এসময় ডাউনি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণে ১) ৩গ্রাম থিরাম/কেজি বীজ-বীজশোধনের জন্য ২) ২.৫ গ্রাম ম্যালাথিয়ন+ম্যানকোজেব /লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- **রবি সবজি**: বীজতলা এবং মূল জমিতে পানি নিষ্কাশণের সুব্যবস্থা রাখুন। ছত্রাক জনিত রোগ দমনে অনুমোদিত সিস্টেমিক ফানজিসাইড ব্যবহার করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, লেবু প্রভৃতি ফলের চারা লাগান।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

- কলা গাছের চারা রোপন সম্পূর্ণ করুন।
- এই বর্ষার মৌসুমে কলা গাছে সিগাটোগা রোগের আক্রমন হতে পারে, আক্রান্ত পাতা দ্রত পুড়িয়ে ফেলুন এবং অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন।

পান:

- ঝোড়ো হাওয়ায় যেন ভেংগে না যায় সেজন্য পানের বরজে শক্ত করে বেড়া দিন।
- নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন এবং বরজের ভেতরে মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করুন।
- জমিতে কাটিং লাগানোর জন্য রোগমুক্ত কাটিং নির্বাচন করতে হবে এবং লাগানোর আগে ০.৫% বর্দো মিক্সচার ও ৫০০ পিপিএম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন দিয়ে আধা ঘন্টা শোধন করে নিতে হবে। লাগানোর আগে মাটিতে ম্যানকোজেব ৭৫ ডব্লিউপি (প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে) প্রয়োগ করতে হবে।
- গোড়া পচা রোগ বা কান্ড পচা দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ গর্ত এ ফেলুন বা পুড়িয়ে ফেলুন।

তুলা:

- প্রতি ৩৩ শতাংশে ২ কেজি হারে বীজ বপন সম্পন্ন করুন।
- আদ্র আবহাওয়ায় রোগবালাই এর আক্রমন বেড়ে যেতে পারে। পোকার আক্রমন পর্যবেক্ষণ করার জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- শোষক পোকা ও সাদা মাছির আক্রমন বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পাতাখেকো পোকার আক্রমন দেখা দিলে একর প্রতি ৪০ মিলি ইমিডাক্লোরোপ্রিড এসএল ১২০-১৫০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

গবাদি পশু:

- গোয়াল ঘরের চারপাশে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। গোয়াল ঘরে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গবাদি পশুকে প্রখর রোদ থেকে রক্ষা করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- খামারে পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা রাখুন।
- হাঁসমুরগীকে ভেজা খাবার খেতে দেবেন না।
- কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন। উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে গামবোরো রোগের আক্রমণ বাড়তে পারে। টীকা প্রয়োগসহ অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- শেডের উপর পলিথিন দিয়ে চরম বৃষ্টি/বাতাস দিয়ে খোয়াড় কে রক্ষা করুন ।

মৎস্য:

- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- যথেষ্ট পানি আছে কাজেই পুকুরে নতুন পোনা ছাড়ুন।
- পুকুরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে, যথাযথ ব্যবস্থ নিন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।